তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ

মুসলিম জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা

মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী

তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ

মুসলিম জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা

মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সাধনের জন্য ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ বইটি অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং জনাব আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ)-কে সেটি অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি সাবলীলভাবে বইটি অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি প্রথমত মাসিক ‘আত-তাহরী’কে দুই কিস্তিতে *(ডিসেম্বর’১৯-জানুয়ারী’২০)* প্রকাশিত হয়। এক্ষণে এর গুরুত্ব ও আবেদন বিবেচনায় সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বইটি ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন’ গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। এটি সুখপাঠ্য হিসাবে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

উক্ত গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে যদি একজন পাঠকের মনেও নবজাগৃতির স্পৃহা সৃষ্টি হয় এবং কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার মানসিকতা তৈরী হয় তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন- আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org

‘তাছফিয়াহ’ (পরিশুদ্ধিতা) ও ‘তারবিয়াহ’ (পরিচর্যা)

হামদ ও ছানার পর আপনারা সবাই জানেন যে, আজকের দিনে আমাদের মুসলমানদের অবস্থা এতটাই খারাপ ও নিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে যে তার থেকে নিচে নামা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা আজ অন্যদের লাঞ্ছনা ও দাসত্বের শিকার। মুসলিম বিশ্বের সবক’টি দেশের উপর দুঃখজনকভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসা এই লাঞ্ছনা ও দাসত্বের অনুভূতি আমাদের নানা স্তরের মানুষের মধ্যে রয়েছে, বিধায় মুসলমানদের আম-খাছ সকল সভা-সমাবেশ ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে হরহামেশাই এহেন অপমান ও দুর্দশার কারণ নিয়ে আমরা পরস্পরে আলোচনা করছি। আমাদের এতটা হীন ও লাঞ্ছনাদায়ক অবস্থায় নেমে যাওয়ার গূঢ় রহস্য উদঘাটনেও আমরা তৎপরতা চালাচ্ছি। সাথে সাথে এহেন লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য থেকে উদ্ধার ও প্রতিকারের উপায় নিয়েও আমরা কথাবার্তা বলছি।

তবে আমাদের মতামত নানা মুনির নানা মতে পর্যবসিত হচ্ছে এবং দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা আলাদা রূপ নিচ্ছে। প্রত্যেকেই এমন এমন কর্মপন্থা বা পদ্ধতি এনে হাযির করছেন, যাকে তিনি এই সমস্যার সমাধান এবং সঙ্কটের দাওয়াই ভাবছেন।

আমি মনে করি, উম্মতের এহেন সঙ্কটের কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলোচনা করেছেন এবং তাঁর কিছু হাদীছে এর বিবরণ যেমন দিয়েছেন, তেমনি সমাধানের উপায়ও বলে গেছেন। তারই একটি হাদীছ নিম্নে তুলে ধরা হ’ল :

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ-

‘যখন তোমরা ‘ঈনা’ পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে, গরুর লেজ ধরে পড়ে থাকবে, ক্ষেত-খামার নিয়ে খুশী থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে ততক্ষণ তিনি তোমাদের থেকে ঐ লাঞ্ছনা দূর করবেন

www.ahlehadeethbd.org

না'।[১]

সংক্ষিপ্ত পরিসরে হ'লেও হাদীছটিতে আমরা প্রসার লাভকারী সেই রোগের উল্লেখ লক্ষ্য করছি, যা সকল মুসলিম সমাজকে গ্রাস করেছে। নবী করীম (ছাঃ) হাদীছটিতে নমুনা হিসাবে দু'টি রোগের কথা উল্লেখ করেছেন। এমন নয় যে, তিনি অধঃপতিত মুসলিম জাতির জন্য কেবল এই দু'টি রোগকেই দায়ী করেছেন।

প্রথম প্রকার রোগ :

সজ্ঞানে অপকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে মুসলমানদের কিছু কিছু হারামে জড়িয়ে পড়া হচ্ছে প্রথম প্রকারের রোগ। এটাই লুকিয়ে আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তি 'যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে'-এর মধ্যে। ঈনা এক প্রকার বেচাকেনা যা ফিক্বহের গ্রন্থগুলোতে একটি পরিচিত আলোচ্য বিষয়। এই হাদীছে তা হারাম হওয়ার নির্দেশ মেলে। তা সত্ত্বেও সাধারণ লোক তো দূরের কথা কিছু আলেমও তার বৈধতার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন।

ঈনা পদ্ধতির বেচাকেনা :

একজন ক্রেতা কোন ব্যবসায়ীর নিকট থেকে কোন পণ্য নির্দিষ্ট মেয়াদে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের চুক্তিতে কিনবেন। তারপর এই ক্রেতা বিক্রেতা সেজে প্রথম বিক্রেতার নিকট ঐ পণ্য প্রথম ক্রয়মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে নগদে বিক্রয় করবেন। এবার প্রথম বিক্রেতা যিনি ক্রেতা সাজছেন, তিনি অপেক্ষাকৃত কমে পণ্যটি কিনে তার মূল্য নগদে প্রথম ক্রেতাকে পরিশোধ করবেন এবং প্রথম ক্রেতা যিনি পরে বিক্রেতা সেজেছেন তিনি প্রথম যে মূল্যে কিনেছিলেন তা ঋণসূত্রে কিস্তিতে কিস্তিতে প্রথম বিক্রেতাকে পরিশোধ করবেন। উদাহরণস্বরূপ একটি মোটরগাড়ি দশ হাযার লিরায় বাকীতে বিক্রয় করা হ'ল; এবার ক্রেতা প্রথম বিক্রেতার নিকট আট হাযার লিরা নগদ মূলে তা বিক্রি করে দিল। ফলে মোটরগাড়ি প্রথম বিক্রেতার নিকটেই থেকে গেল।

---

১. আবূদাঊদ হা/৩৪৬২; ছহীহাহ হা/১১; ছহীহুল জামে' হা/৪২৩। (আরবী 'যুল্লুন' ও 'যিল্লাতুন'-এর বাংলা 'লাঞ্ছনা'। অপমানজনক দুরবস্থা ও দুর্গতিকে লাঞ্ছনা বলে। দ্র. আবদুল ওয়াদুদ, ব্যবহারিক শব্দকোষ)।-অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে' *(নাহল ১৬/৪৪)*।[৩]

দ্বিতীয়ত তিনি মুমিনদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। যেমন আল্লাহ বলেন, بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ 'তিনি মুমিনদের প্রতি দয়াশীল, করুণাময়' *(তওবা ৯/১২৮)*। তাঁর দয়া ও অনুকম্পারই একটি অংশ, মানব জাতির জন্য শয়তানের গোপন চক্রান্ত ও হিলা-বাহানা সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করা। তিনি তাঁর অনেক হাদীছে আমরা যাতে শয়তানের চক্রান্তজালে ফেঁসে না যাই সেজন্য বারবার সাবধান করেছেন। তারই একটি আমাদের আলোচ্য হাদীছ: 'যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে' অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন যখন তোমরা তা বেচাকেনার নামে অপকৌশল খাঁটিয়ে হালাল করে নিবে। কেননা এ বেচাকেনা তো আসলে অসত্যের উপর পর্দা আরোপ এবং অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে ঋণ প্রদান, যা কিনা খোলাখুলি সূদ। তাই এ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে আল্লাহ্র নির্দেশিত হারামকে হালাল করার অপকৌশলে মেতে ওঠা থেকে সাবধান করেছেন। হারামকে হারাম জেনে তাতে লিপ্ত কোন মুসলিম থেকে এভাবে কৌশল খাটিয়ে হারামকে হালালকারী মুসলিম বেশী সর্বনাশা। কারণ জেনেশুনে হারামে লিপ্ত ব্যক্তি যেহেতু জানে যে, সে যা করছে তা হারাম, তাই কোন একদিন তওবা

---

৩. আলোচ্য আয়াত ও অনুরূপ অন্যান্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ইসলামের সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা প্রদান এবং ব্যবহারিক বা প্রায়োগিকভাবে তা দেখিয়ে দেওয়ার অধিকার দিয়েছেন। ঈমান-আক্বীদা, ইবাদত, মু'আমালাত বা পারস্পরিক কারবার, আইন-বিচার, রাজ্য শাসন, মু'আশারাত বা সমাজ পরিচালনা, চরিত্র বা আদব-আখলাক ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যা কিছু বলেছেন, যা হাদীছ বা সুন্নাহ নামে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে তা দ্বারাই তিনি আল্লাহ্র বিধানকে সুস্পষ্ট করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّى 'তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' (বুখারী হা/৬৩১)। তিনি ওযূ থেকে নিয়ে সালাম ফেরানো পর্যন্ত ছালাতের যাবতীয় নিয়ম-কানুন হাদীছে বলে গেছেন। ছাহাবাদের তিনি হাতে কলমে ছালাত শিখিয়েছেন। কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তাকে প্রথমেই ছালাত শিখাতেন। তাঁর তরীকাই কুরআনের তরীকা। আল্লাহ বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ 'যে রাসূলকে মানল সে আল্লাহকে মানল' (নিসা ৪/৮০)। তাঁর তরীকা অমান্য করা কুফর এবং নিজেদের ইচ্ছামত তাতে নতুন কিছু সংযোজন বিদ'আত।-অনুবাদক।

এখন এর একমাত্র চিকিৎসা দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু এই দ্বীন যেমনটা সকলেই এবং বিশেষত ফিক্বহবিদরা জানেন যে সাংঘাতিকভাবে মতভেদপূর্ণ। অনেক লেখক বা আলেমের ধারণা এবং তারা বলেও বেড়ান যে, এই মতভেদ ফারঈ বা ফিক্বহ বিষয়ক অল্প কিছু শাখা-প্রশাখাগত মাসআলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাদের কথা সঠিক নয়। বরং ফারঈ বা ফিক্বহ বিষয়ক মাসআলা ছেড়েও এ মতভেদ আক্বীদাগত বা মৌলিক মাসআলাতেও সম্প্রসারিত হয়েছে। আমরা দেখি, আশ'আরী ও মাতুরিদীদের মধ্যে আক্বীদার বিষয়ে বড় রকমের মতভেদ রয়েছে। আবার এদের সাথে মু'তাযিলাদের আক্বীদারও অনেক পার্থক্য আছে। অন্যান্য ফিরক্বা বা দলের কথা আর নাই বা বললাম। আমাদের ধারণা মতে এরা সবাই মুসলিম এবং সবাই এই হাদীছের হুকুমভুক্ত 'আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। তোমরা যতক্ষণ না তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে ততক্ষণ তিনি তোমাদের থেকে ঐ লাঞ্ছনা দূর করবেন না'। তাহ'লে কোন সে দ্বীন, যার পানে আমাদের ফেরা কর্তব্য? তা কি অমুক ইমামের বাতলানো মাযহাবী দ্বীন? তারপরও তো এখানে অনেক মাযহাব রয়েছে। আমরা না হয় মতভেদটা চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি যাদেরকে আমরা আহলুস সুন্নাহ্‌র মাযহাব বলি। তাহ'লে কোন সে দ্বীন আমাদের এই দুর্গতি থেকে উদ্ধার করতে পারবে? আমরা যেকোন একটা মাযহাবকে দেখলে সেখানে কম-বেশী এমন অনেক মাসআলা পাব যা সুন্নাহ্‌র বিপরীত; যদিও তন্মধ্যকার কিছু মাসআলা কুরআনের বর্ণনার পরিপন্থী নয়।

এজন্য আমি মনে করি, আজকের দিনে ইসলামের দাঈদের এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ অনুসন্ধানীদের ইখলাছের সঙ্গে যে সংস্কার হাতে নেওয়া আবশ্যক তা এই যে, প্রথমতঃ তারা নিজেদের বুঝ এই মর্মে পাকাপোক্ত করবে যে, দ্বীন তাই যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়ে এসেছিলেন। দ্বিতীয়ত: সকল মুসলিম উম্মাহকেও তারা বুঝাবে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা নিয়ে এসেছিলেন দ্বীন কেবল তাই। আর সকল ফক্বীহ এ কথায় একমত যে, আল্লাহ যে দ্বীন নাযিল করেছেন, তাকে প্রকৃত অর্থে বুঝতে হ'লে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে ইমামগণ (রাহেমাহুমুল্লাহু

www.ahlehadeethbd.org

এমনকি যঈফ কিংবা জাল হাদীছও না। দু'হাত ঝুলিয়ে রাখার হাদীছের কোন অস্তিত্বই নেই। তারপরও তা মুসলিমদের কোন কোন মাযহাবে আছে। এটাই কি তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) আনীত সেই ইসলাম, যার দিকে তিনি আমাদের ফিরে যেতে বলেছেন? আমি জানি যে, আপনাদের কেউ কেউ বলবেন, এতো ফিক্বহী শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা। আবার কেউ কেউ আর এক ডিগ্রি নিচে নেমে বলবেন, এতো একটা তুচ্ছ ও সামান্য বিষয়, এ নিয়ে এতো মাথা ব্যথার কী আছে? আমি কিন্তু বিশ্বাস করি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বীন ও ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার কোনটাই সামান্য ও তুচ্ছ নয়।

আমরা বিশ্বাস করি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সেগুলোকে আমাদের প্রথমেই দ্বীন হিসাবে ভাবা ফরয। অবশ্য শরী'আতের দলীলে সেগুলোকে ওযন বা যাচাই করতে হবে। তাতে যেটা ফরয প্রমাণিত হবে সেটাকে ফরয এবং যেটা সুন্নাত হবে সেটাকে সুন্নাত মানতে হবে। কিন্তু কোনটা মুস্তাহাব বা নফল হ'লে তাকে আমরা 'তুচ্ছ' বা 'ফলের খোসা' নাম দিতে পারি না। এটা ইসলামী আদব-কায়দা বা ভদ্রতার কোন পর্যায়ে মোটেও পড়ে না। আক্ষরিকভাবে যদি আমি তাদের কথা মেনেও নেই তবুও তো এ কথা অবশ্যই সত্য যে, ফলের শাঁস খোসা ছাড়া হেফাযত করা যায় না।

ছালাতে হাত ঝুলিয়ে রাখার মত একটি আমল কী করে মুসলমানরা অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছে? অথচ সুন্নাহ্‌র প্রতিটি গ্রন্থে একের পর এক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধতেন। এটা কি ইমামদের কথা- 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটাই আমার মাযহাব'-এর বিরোধিতা করে তাঁদের অন্ধ অনুকরণ এবং জ্ঞানের বন্ধ্যাত্ব নয়?

এই সুস্পষ্ট উদাহরণে কেউ কেউ হয়তো সন্তুষ্ট নাও হ'তে পারে। তাই আমি আরেকটা উদাহরণ টানছি: কিছু ফিক্বহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'মদ দুই প্রকার। এক প্রকার যা আঙ্গুর থেকে উৎপাদিত। এ ধরনের মদ কম-বেশী যাই পান করা হোক হারাম। আরেক প্রকার মদ যা আঙ্গুর বাদে যব, চাউল/ভুট্টা, খেজুর ইত্যাদি অন্য কোন কিছু থেকে উৎপাদিত। আজকের যুগে তো কাফেররা শিল্প-কারখানায় অনেক ভাবে অনেক নামে অনেক প্রকার মাদকদ্রব্য তৈরি

www.ahlehadeethbd.org

সম্ভবত আপনাদের অনেকের জানা আছে যে, ‘মাজাল্লা আল-আরাবী’ নামে একটি পত্রিকা অনেক দিন আগে তাদের এক লেখকের লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল। সেই প্রবন্ধকার আঙ্গুর ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য থেকে উৎপাদিত মাদক গ্রহণ হালাল বলে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং তা প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন। আজকের দিনে যেসব মদ সুপরিচিত তার অধিকাংশই আঙ্গুর থেকে উৎপাদিত নয়। (কাজেই সেগুলো স্বল্প মাত্রায় পান করলে তাদের মতে কোন অন্যায় হবে না।) ‘মাজাল্লা আল-আরাবী’ পত্রিকা তার প্রবন্ধে মুসলমানদের জন্য আধুনিক মাদক দ্রব্যাদি ইচ্ছামত পান মুবাহ করে দিয়েছে। এ মুবাহকরণের পেছনে তার দলীল: ‘যা তোমাকে নেশাগ্রস্ত করে তা পান কর না’। (অতএব যা নেশাগ্রস্ত করে না তেমন নেশার দ্রব্য ইচ্ছামত পান করো।)

আর স্বল্পমাত্রাও একটা আপেক্ষিক বিষয়। কেননা বাস্তবে আমরা সবাই জানি, পয়লা ফোঁটা টেনে আনে দ্বিতীয় ফোঁটাকে; অনুরূপভাবে তৃতীয় ফোঁটা টেনে আনে চতুর্থ ফোঁটাকে। এভাবেই পানক্রিয়া চলতে থাকে পুরোমাত্রা পর্যন্ত। যে স্বল্প মাত্রায় নেশা হবে না তার কোন সীমা ও নিয়ম-নীতি নির্ধারণ সম্ভব নয়। ফলে পান করতে করতে যে মাত্রায় নেশা এসে যায় পানকারী এমন বেশী মাত্রায় পান করে বসে। (আবার দেখা যায়, একজনের অল্পতেই নেশা হয় তো অন্যের তার দ্বিগুণ মাত্রায়ও নেশা হয় না।)

কিন্তু আমি বলছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত ও অকাট্য হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া সত্ত্বেও এ জাতীয় বাতিল কথা কিভাবে ফিক্বহের বইগুলোতে স্থান পেল এবং থেকে গেল? কেন আমরা একজন ধান্ধাবাজ লেখককে তার বাতিল কথা প্রসারের সুযোগ করে দিচ্ছি? তার উপর নিজের মিশন ও প্রাসাদ খাড়া করবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি? কি করেই বা তিনি মুসলমানদের জন্য এ কথা বলে হারাম পানীয় হালাল করার সুযোগ করে দিচ্ছেন যে, তুমি নেশা উদ্রেককারী বস্তু পান করো না এবং পান করলে অল্প পান কর, বেশী পান করো না।

যে ব্যক্তি এ কথা লিখেছে হ’তে পারে সে ধান্ধাবাজ; আবার হ’তে পারে বিশুদ্ধ নিয়তের অধিকারী। কিন্তু তার ইচ্ছা ব্যক্তিবিশেষের তরীকা বা মাযহাব

৮. মুসলিম হা/২০০৩; আবূদাঊদ হা/৩৬৭৯; ইরওয়া হা/২৩৭৩।

তাহ'লে কেন আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, মুজতাহিদের কখনও কখনও একটি ছওয়াব মেলে। তবে আমরা বলছি না যে, তিনি ভুল করেছেন? কেননা কেউ যদি বলে, 'অমুক ইমাম ভুল করেছেন' তাহ'লে কিছু লোকের জন্য সে কথা বরদাশত করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রবাদে আছে, 'যাঁতায় যাঁতায় মিল'। তাই আমরা বলছি, কথা বলতে এত ছলচাতুরী কেন? অথবা কেন আমরা এ কথা বলতে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ছি যে 'মুসলিমদের অমুক ইমাম একটি মাসআলায় অথবা একটি ইজতিহাদে কিংবা একটি সিদ্ধান্তে ভুল করেছেন, ফলে তিনি দু'টির বদলে একটি ছওয়াব পাবেন? প্রথমত কেন আমরা মূলেই ইমামের ভুল করার কথা বলতে পারছি না? দ্বিতীয়তঃ এক মাসআলার সঙ্গে আরেক মাসআলার সমন্বয়ের কথাও কেন বলতে পারছি না? যেই সমন্বয় আমাদের আলোচ্য ফিক্বহী মাসআলাতে যরূরী?

পাঠক! এই আলেম যে পুস্তিকা উক্ত লেখকের লেখার প্রতিবাদে লিখেছেন, তা পড়লে আপনি এমন কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন না যে, উক্ত লেখক মুসলিমদের একজন ইমামের একটি মাসআলা বা রায়ের উপর নির্ভর করে ভুল করেছেন।

অথচ খোদ ইমামের কিছু কিছু অনুসারী সে আমলেই তাঁর রায়কে শারঈ দলীলের সঙ্গে যাচাই-বাছাই ও পরিশোধন করতে গিয়ে উক্ত মাসআলায় তাঁর প্রদত্ত রায় থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন, ভুলের জন্য মাসআলাটিতে ইমামকে একটা ছওয়াবের মালিক গণ্য করেছেন এবং তাঁর মাযহাব ত্যাগ করে এ মাসআলায় ছহীহ হাদীছসমূহকে আমলের জন্য আঁকড়ে ধরেছেন। যেখানে তাঁর তৎকালীন অনুসারীদের অনেকেই তাঁর মত ত্যাগ করেছেন সেখানে আমরা কেন ঐ প্রতিবাদের পুস্তিকায় এ কথা পড়তে পাই না যে, ইমাম মহোদয় ছওয়াব পাবেন বটে, কিন্তু তিনি মদ পানের উক্ত মাসআলায় ভুল রায় দিয়েছেন এবং ইমাম মহোদয়ের রায়ের উপর ভিত্তি করে 'মাজাল্লা আল-আরাবী' পত্রিকার লেখকের সুন্নাহর উপর আপত্তি তোলার কোন অধিকার নেই?

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমরা হয়ে গেছি কট্টর। আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত ফরযের তুলনায় ইমামদের পবিত্রতা ও সম্মান আমাদের

www.ahlehadeethbd.org